ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ **সারাদিন**

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ৩১৬ ● কলকাতা ● ০৮ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১ ● রবিবার ● ২৪ নভেম্বর, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

এবার আসছে 'বাজিগর-২', থাকবেন শাহরুখ?

পৃঃ ৫

লোকেশ রাহুলকে আয়না দেখতে বললেন সৌরভ!

পৃঃ ৬

বঙ্গবাসীর কাছে মমতাই ভরসা -
আরজি কর আন্দোলন বিরোধীদের ফোলানো বেলুন

বেবি চক্রবর্ত্তী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আর জি কর আন্দোলন স্রেফ বিরোধীদের ফোলানো বেলুন, বঙ্গবাসীর কাছে মমতায় ভরসা। বিধানসভা উপনির্বাচনের ফলাফল সেই রকমই বুঝিয়ে দিল। আর জি কর কান্ডকে কেন্দ্র করে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে আগুন জ্বলেছিল। দলে দলে পথে নেমেছিল আমজনতা। এই দৃশ্য দেখে বিরোধী রাও রীতিমতো উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েছিল। তারা ভেবেছিল মমতার বিদায় সেফ সময়ের অপেক্ষা। কিন্তু বিধানসভা উপনির্বাচনের ফলাফল তার উল্টো চিত্রটাই দেখালো।

আরজিকর কাণ্ডে স্বতঃস্ফূর্তভাবে একের পর এক আন্দোলনে মানুষ যোগ দিয়েছিলেন তেমন রাজনৈতিক মহলের এক অংশ মনে করেছিল শাসকের গদি টলমল করছে। কিন্তু তৃণমূল প্রথম থেকে দাবি করে এসেছে আন্দোলনে নেপথ্যে রয়েছে বাম বিজেপির চক্রান্ত। এই পরিস্থিতির মধ্যে রাজ্যের ছয় কেন্দ্রের উপনির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। এই ছয় কেন্দ্রেই ভোটের ব্যবধান কোথাও পঞ্চাশ হাজারের বেশি আবার তা লাখ পেরিয়েছে। সব জায়গাতেই জয়ী তৃণমূল।

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা দাবি করছেন আর জি কর আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্ততা থাকলেও তা একেবারে ছিল নগরকেন্দ্রিক। । যার কোন প্রভাব গ্রামাঞ্চলের মাটিতে পড়েনি। অন্যদিকে আন্দোলন কলকাতা ও হাতে গোনা কিছু শহরের মধ্যে আবদ্ধ থেকে

এরপর ৩ পাতায়

প্রতিদিন স্টেশনে যেতেন যুবক,
জিআরপি ধরতেই গোপন কথা ফাঁস! চাকরি গেল চার কনস্টেবলের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের মনোনয়ন নিয়ে তুলকালাম। তমলুকে চাকরিহারাদের অনশন মঞ্চ থেকে এল চোর চোর স্লোগান। দুপক্ষের মধ্যে হাতাহাতিও হয় বলে খবর। পাল্টা স্লোগানে মুখর হতে দেখা যায় বিজেপি কর্মী সমর্থকদের। এদিন তমলুকের রাজ ময়দান থেকে হাসপাতাল মোড় পর্যন্ত তিন কিলোমিটারের পদযাত্রা করেন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়।এক বিজেপি কর্মী বলেন, আমাদের মিছিল এখান দিয়ে যাচ্ছিল। ওরা হঠাৎ আমাদের দেখে চোর চোর স্লোগান দিতে শুরু করে। আমরা কী চুরি করেছি? অন্যদিকে ধরনা মঞ্চ থেকে এক আন্দোলনকারী বলেন, আমাদের দিকে ইট-পাথর ছুড়েছে। জলের পাউচও ছুড়েছে। আমাদের একজন শিক্ষিকা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। ওরাই আমাদের বাইরে থেকে আজেবাজে কথা বলেছে। গালাগালি করেছে। আমরা প্রতিবাদ করেছি।

ছয় আসনে জয়ের পরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন,
আমরা জমিদার নই, মানুষের পাহারাদার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পশ্চিমবঙ্গে ছয়টি বিধানসভা আসনের উপনির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের দাপুটে জয় ঘটেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল পাঁচটি আসনে ইতিমধ্যেই জয়ী। তালড্যাংরায় ফল ঘোষণার অপেক্ষা থাকলেও তৃণমূল প্রার্থী এগিয়ে আছেন। মাদারিহাটের মতো বিজেপি-দখলকৃত কেন্দ্রেও ঐতিহাসিক জয় লাভ করেছে তৃণমূল।জয়ের পরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন,আমরা জমিদার নই, মানুষের পাহারাদার। মা-মাটি-মানুষের আশীর্বাদ আমাদের চলার পথে আরও শক্তি দেবে।" অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বক্তব্যে সরাসরি বিজেপি এবং তাদের প্রভাবিত আখ্যানকে 'জমিদারদের প্রচেষ্টা' বলে কটাক্ষ করেছেন। তিনি বলেন, "তৃণমূল বাংলাকে অসম্মান করার চেষ্টা ও জমিদারদের আখ্যানকে উড়িয়ে দিয়েছে। বিশেষ করে মাদারিহাটের মানুষকে ধন্যবাদ, যারা প্রথমবার আমাদের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন।"

১৩ নভেম্বর অনুষ্ঠিত এই উপনির্বাচনে বাংলার ছয়টি বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের জয় ছিল প্রায় নিশ্চিত। উত্তরবঙ্গের বিজেপি-দখলকৃত মাদারিহাটে জয়ের পর তৃণমূলের বক্তব্য,

এরপর ৩ পাতায়

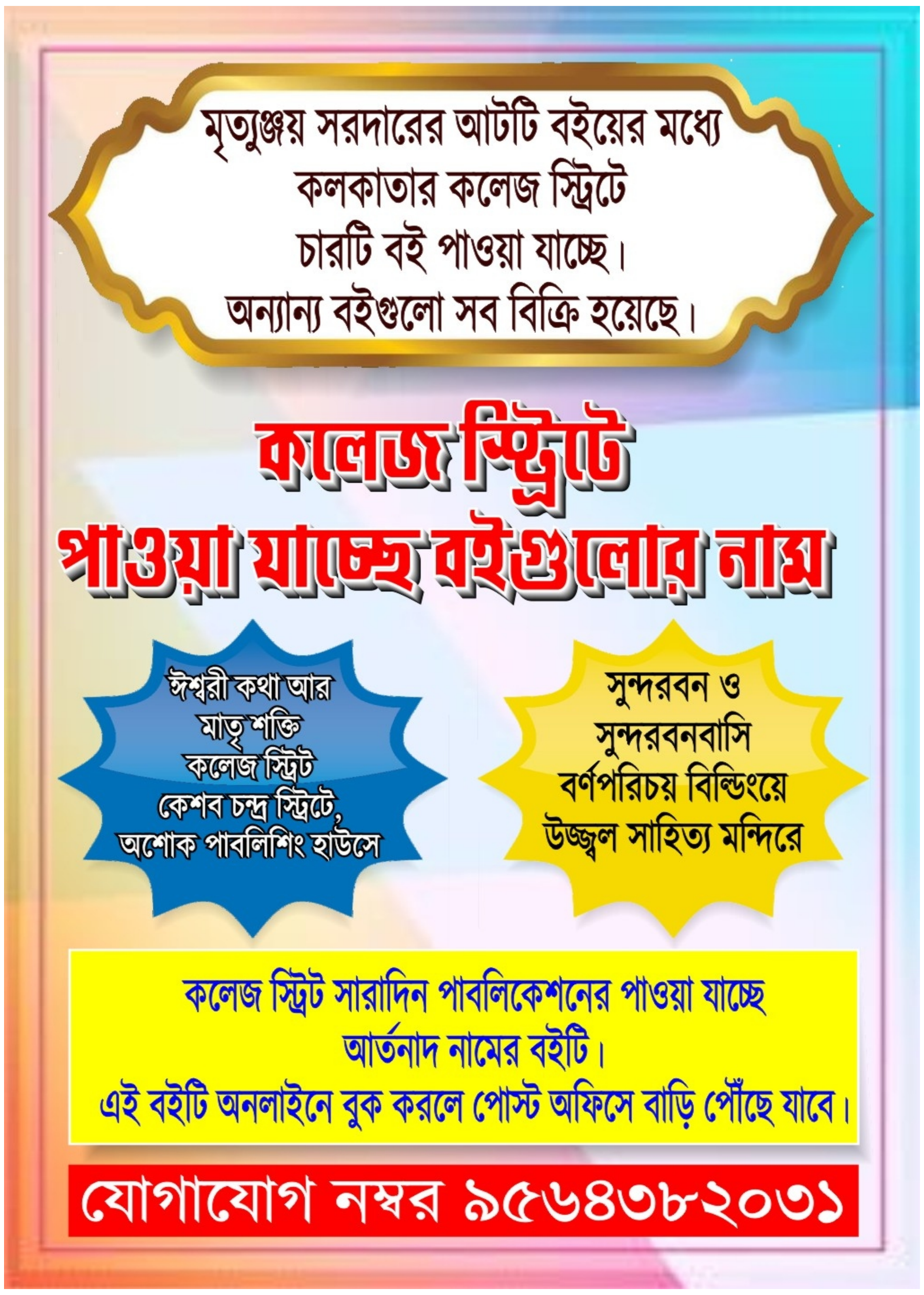

চিকিৎসকের লোগো লাগানো

গাড়িতে করে মাদক পাচার। বারুইপুরে এক মহিলা সহ গ্রেপ্তার মোট চার। উদ্ধার ১২০ কেজি গাঁজা ও প্রায় নগদ ২ লক্ষ টাকা

সুশোভন মিস্ত্রী বারুইপুর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বারুইপুর থানা এলাকার কুরালি মোড়ে নাকা শুক্রবার রাতে চেকিং করছিল পুলিশ। সেই সময় চিকিৎসকের লোগো লাগানো একটি প্রাইভেট গাড়িতে তল্লাশি চালানোর জন্য আটকায় পুলিশ। গাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে ১২০ কেজি।গাঁজা উদ্ধার করা হয়। যার আনুমানিক বাজারমুল্য প্রায় ১২ লক্ষ টাকা।গাড়ি থেকেই উদ্ধার হয় ১ লক্ষ ৮৮ হাজার নগদ টাকা। ঘটনার তদন্তে নেমে উড়িশার বালাসরের বাসিন্দা বাসন্তী সেনাপতি সহ দেবনাথ নস্কর (গাড়িচালক), শৌভিক বৈদ্য (ক্যানিংয়ের বাসিন্দা),কার্তিক নস্কর (কুলতলি বাসিন্দা) এদের কে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতদের বিরুদ্ধে ২১(প) ঘউচঝ ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।আজ শনিবার তাদেরকে বারুইপুর আদালতে পেশ করা হবে। আদালতে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানাবে পুলিশ।বারুইপুরের এসডিপিও অতীশ বিশ্বাস জানান গাড়িটি বালেশ্বর থেকে আসছিল।ক্যানিংয়ের দিকে যাওয়ার কথা ছিল। গাড়িটি কার তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। মাদক কোথায় কোন উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল সেটাও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে বলে জানান তিনি।

উপনির্বাচনে হারের দায় নিলেন না শুভেন্দু,

সংগঠনকে নিশানা করে শোনালেন 'উপলব্ধি'র কথা

খড়গপুর: নিউজ সারাদিন : দলবদল করে ভোটে জিতে বিরোধী দলনেতার পদ পেয়েছেন। তবে নির্বাচনী ফলাফলের দায় নিতে তিনি বরাবরই নারাজ। বাংলার ৬ কেন্দ্রের উপনির্বাচনেও তার ব্যতিক্রম হল না। হারের দায় সংগঠনের উপরই ফের চাপালেন শুভেন্দু অধিকারী। অর্থাৎ তাঁর নিশানায় এবারও সুকান্ত মজুমদার, দিলীপ ঘোষরা।এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে শুভেন্দু অধিকারী নির্বাচনী ফলাফলের দায় ফের একবার চাপালেন বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্বের উপর। শনিবার ডেবরায় সাংগঠনিক বৈঠক শেষে তাঁর বক্তব্য, "আমি সংগঠনের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলাই না, যুক্তও থাকি না। তবে নিজের রাজনৈতিক জীবনের উপলব্ধি মধ্যে দিয়ে একটা কথাই বলতে পারি, নির্বাচনমুখী সংগঠন, আন্দোলনমুখী দল বা মোর্চার প্রয়োজন রয়েছে। আমি নিজে এত বছর সিপিএমের বিরুদ্ধে লড়েছি।সকলেই আমরা ২০২৬-এর জন্য অপেক্ষা করছি। এই ৬টা আসন নিয়ে কেউই ভাবিনি।" দিন দুই আগেই বিজেপির পরবর্তী রাজ্য সভাপতি হিসেবে শুভেন্দু অধিকারীকে 'যোগ্যতম' বলে তাঁর নাম প্রস্তাব করেছিলেন বর্ষীয়ান নেতা তথাগত রায়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, হারের দায় একচুলও নিজের কাঁধে না নেওয়া শুভেন্দু কি সত্যিই 'যোগ্যতম'? যদিও দলের এহেন জঘন্য ফলাফলে নিজের উপলব্ধির কথা শুনিয়েছেন শুভেন্দু। তাঁর মন্তব্য, প্রয়োজন নির্বাচনমুখী সংগঠন, আন্দোলনমুখী দল।

রাজ্যের ছটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে বিজেপির খারাপ পারফরম্যান্স অব্যাহত। গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো আবার সিতাই ও হাড়োয়া কেন্দ্রে প্রার্থীদের জামানত বাজেয়াপ্ত হওয়ার পথে। এই ফলাফল নিয়ে বিজেপির অন্দরে নানা মুনির নানা মত। রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, দিলীপ ঘোষরা দায়ী করছেন অবাধ ও সুষ্ঠ নির্বাচন না হওয়াকেই দুষছেন। অন্যদিকে অর্জুন সিং দুষছেন খোদ নির্বাচন কমিশনকে। তাঁর অভিযোগ, কমিশনের সঙ্গে যোগসাজশ রয়েছে তৃণমূলের। তাই সর্বত্র শাসকদলের প্রার্থীদের জয়জয়কার।

রোগী মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্র

বেহালার বিদ্যাসাগর হাসপাতাল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রোগী মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্র চেহারা নয় বেহালার বিদ্যাসাগর হাসপাতাল। খবর পেয়ে পর্ণশ্রী থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে পুলিশ ২২ জনকে আটক করেছে।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে " শুক্রবার রাত আটটা নাগাদ ঠাকুর পুকুরের বাসিন্দা বছর

বেবি চক্রবর্ত্তী

ত্রিশের শেখ মেহমুদ আলমকে হাসপাতালে আনা হয়। তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। চিকিৎসা শুরু হয়। হাসপাতালে আনার পর ফের হার্ট অ্যাটাক হয় মেহমুদের। ৮: ৪০ মিনিট নাগাদ দ্বিতীয় সিপিআর দেওয়া হয়। লাভ হয়নি। ৮: ৫০ নাগাদ তার মৃত্যু হয়"। মৃতের আত্মীয়রা এরপর হাসপাতালে জড়ো হয়ে চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগ তুলে নথিপত্র চাইতে শুরু করে। কিন্তু হাসপাতালের চিকিৎসা সংক্রান্ত নথিপত্র আদালতের অনুমতি ছাড়া হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ দিতে রাজি না হলে রাত দশটা নাগাদ প্রায় দেড়শ লোক হাসপাতালের জরুরী বিভাগের ভেতর ঢুকে ব্যাপক ভাংচুর চালায়। নার্সিং স্টাফদের ও মারধর করা হয়। এই ঘটনায় তিনজন নার্সিং স্টাফ আহত হয়েছেন।

উপনির্বাচনে মেদিনীপুর কেন্দ্রে জয় তৃণমূলের,

মানুষের জন্য কাজ করতে চায় সুজয়

সন্ন্যাসী কাউরী মেদিনীপুর

২৩ নভেম্বর : নিউজ সারাদিন : মেদিনীপুর বিধানসভা উপনির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়লাভ করল ছাত্র রাজনীতি থেকে উঠে আসা ভোট ম্যানেজার তৃণমূলের সুজয় হাজরা। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বিজেপির শুভজিৎ রায় কে ৩৩৯৯৬ ভোটের ব্যবধানে পেছনে ফেলে তিনি জয়লাভ করেন। সুজয় হাজরার জয়ে উচ্ছ্বসিত মেদিনীপুরের তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরা। গত ১৩ নভেম্বর রাজ্যের ছয়টি বিধানসভা উপনির্বাচন হয় তার ফল ঘোষণা হয় গতকাল। পাঁচ - ছয় রাউন্ড গণনার পর থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের জয়ের ব্যবধান বাড়তে থাকে। মেদিনীপুর শহর জুড়ে শুরু হয় অকাল হোলি। শুধু মেদিনীপুর শহরেই নয়, মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন ব্লকে সবুজ আবিরে মেতে উঠেন তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরা। নির্বাচনে জয়লাভের পর সুজয় হাজরা বলেন, এই জয় সাধারণ মানুষের জয়, মেদিনীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের মানুষের জয়। গত কয়েক বছর ধরে বিরোধীরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে যত কুৎসা করেছে তাকে কালিমালিপ্ত করবার চেষ্টা করেছে, ততই তৃণমূল কংগ্রেসের ভোট বেড়েছে। তার প্রমাণ আজকের এই উপনির্বাচনের ফলাফল। তিনি আরো বলেন, দলনেত্রীর নির্দেশ মতো মানুষের জন্য মানুষের পাশে থেকে কাজ করতে চাই। মেদিনীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে বিভিন্ন এলাকায় এখনো বহু কাজ বাকি রয়েছে সেই কাজ গুলো করাই আমার প্রথম লক্ষ্য। আর জি কর কাণ্ডের প্রভাব যে এই নির্বাচনে পড়েনি তা স্পষ্ট করেন সুজয় হাজরা। তিনি বলেন, আর জি কর ঘটনার সাথে তৃণমূল কংগ্রেস বা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোনভাবে জড়িত নয় । তাকে কালিমালিপ্ত করা হচ্ছে। তার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা হচ্ছে। মানুষ তার যোগ্য জবাব এই নির্বাচনে দিয়েছে। বিরোধীদের অভিযোগ পুলিশ দিয়ে ভোট হয়েছে এই প্রশ্নের উত্তরে সুজয় বলেন- বিরোধী বিজেপি দল মানুষের জন্য কাজ না করে সর্বদা কুৎসা করে যায়। ধর্মের নামে রাজনীতি করে সাম্প্রদায়িক বিভাজন সৃষ্টি করে। নির্বাচনে হেরে গিয়ে একইভাবে তারা সেই কাজটাই করছে।

প্রসঙ্গত, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে মেদিনীপুর কেন্দ্র থেকে জয়লাভ করে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী জুন মালিয়া । তিনি আবার ২০২৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে জয়লাভ করে পার্লামেন্টে যাওয়ার জন্য এই কেন্দ্রে উপনির্বাচন হয়। ২০১১ সাল থেকে এই পর্যন্ত সর্বোচ্চ ভোটের ব্যবধানে তিনি জয়লাভ করেছেন বলে দাবি করেন সুজয়। সুজয় হাজরার জয়লাভের পর শনিবার বিকেলে ডেবরা বাজারে বিশাল মিছিল বার করে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরা।

শিল্পী জগতের এক নক্ষত্রপতন স্বর্গরাজ্যে পাড়ি দিলেন

লালপাহাড়ির দেশে যা গানের স্রষ্টা কবি অরুণ চক্রবর্তী

বেবি চক্রবর্ত্তী: হুগলী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লাল পাহাড়ির দেশ যা গানের শ্রষ্টা কবি অরুন চক্রবর্তী স্বর্গের দেশে পাড়ি দিলেন। চুঁচুড়ার বাসিন্দা কবি শুক্রবার রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় মৃত্যু কালে তার বয়স হয়েছিলো ৭৮ বছর রাত একটা নাগাদ চুঁচুড়া ফার্ম সাইড রোডে তাঁর সোনাঝুড়ি' নিজের বাড়িতে হৃদরোগে আক্রান্ত হন। এরপরই স্থানীয় এক চিকিৎসক এসে জানায় তিনি প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুকালে কবি রেখেগেলেন স্ত্রী দুই ছেলে বৌমা ও নাতি। কবিকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে আসেন বিধায়ক অসিত মজুমদার, চুঁচুড়া পৌরসভার পৌর প্রধান অমিত রায়, প্রাক্তন পৌর প্রধান গৌরীকান্ত মুখার্জি, কাউন্সিলর জয়দেব অধিকারী, বাঁশবেরিয়া পৌরসভার উপ-প্রধান শীল্পি চ্যাটার্জি , বিজেপি নেতা সুবির নাগ, আইনজীবী স্বপন পাল, পুলিশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, সংবাদমাধ্যমের আধিকারিকরা। সহ শহরের বইমেলা কমিটি ও বিশিষ্টজনরা। তার মরদেহ চুঁচুড়ার বাড়ি থেকে রবীন্দ্র ভবনে আনা হয় সেখানে হুগলি জেলা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর, জেলা প্রশাসন ও হুগলি প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকেও শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়। একই সঙ্গে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ও তার অনুগামী বন্ধুবান্ধব সকলেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং লাল পাহাড়ের দেশে যা গানের মধ্য দিয়ে তাকে শ্রদ্ধা জানান। তার জীবনের সমস্ত কিছু সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে যানান ব্যক্তিরা।কবির বৌমা সুদেষ্ণা চক্রবর্তী বলেন, গতকাল কলকাতার মোহরকুঞ্জে জঙ্গল মহল উৎসবের উদ্ধোধনে যোগ দিতে গিয়েছিলেন। একটু ঠান্ডা লেগেছিল। হঠাৎই রাত ১২ টায় অসুস্থতা বোধ করেন।পরে স্থানীয় চিকিৎসক এসে তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে জানান। জাতীয় আন্তর্জাতিক স্তরে সকলের কাছেই পরিচিত তিনি। জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন।অরুন চক্রবর্তী শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে পাশ করে হিন্দুস্থান মোটরে চাকরি করতেন। তখন থেকেই লেখালেখি করতেন। চাকুরী জীবন তাঁর ভালো লাগত না। মাঝে মধ্যেই মাটির টানে বাঁকুড়া পুরুলিয়ার চলে যেতেন। অসংখ্য কবিতা রয়েছে কবি অরুন চক্রবর্তীর। তবে 'লাল পাহাড়ির দেশে যা, রাঙা মাটির দেশে যা' কবিতা তাঁকে অন্য পরিচিতি দেয়। যা পরে গান হয়ে বিভিন্ন ভাষায় দেশে বিদেশে পরিচিতি পায়। অরুণ চক্রবর্তী মানেই লাল পোশাক, সঙ্গে কাঁধে ঝোলা ব্যাগ। সবাইকে তিনি বুড়ো বলে সম্বোধন করতেন। ছোটদের সঙ্গে দেখা হলে দিতেন চকোলেট। চাকরির পাশাপাশি চলেছে তাঁর কলমও। লিখেছেন বহু কবিতা।

বাংলাদেশে বাড়িতে ঢুকে

হিন্দু ব্যবসায়ীকে বেধড়ক মারধর, রেহাই পেলেন না অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী

নাটোর: নিউজ সারাদিন : মোল্লা মুহাম্মদ ইউনূসের জমানায় বাংলাদেশে হিন্দুদের উপরে নির্যাতন থামছেই না। বরং দিন দিন বেড়ে চলেছে। এবার রাজশাহীর নাটোরে এক হিন্দু ব্যবসায়ীর বাড়িতে হামলা চালাল বিএনপি গুন্ডারা। বাড়িতে ঢুকে ওই ব্যবসায়ীকে বেধড়ক মারধর করেছে দুষ্কৃতীরা। বাধা দিতে গিয়ে প্রহৃত হয়েছেন ব্যবসায়ীর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী ও বৃদ্ধ বাবা-মা।সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ২ মিনিট ৫৫ সেকেন্ডের ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, বাড়িতে ঢুকে দুষ্কৃতীরা উজ্জ্বলকে বেধড়ক পেটাচ্ছেন। ছেলেকে বাঁচাতে এগিয়ে গেলে উজ্জ্বলের বৃদ্ধ মা-বাবাকেও ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া হয়। ফের এগিয়ে এলে তাঁদের মারধর করা হয়। স্বামী-শ্বশুর-শাশুড়িকে মাড়ধড় না করার জন্য কাতর অনুনয়-বিনয় করতে থাকেন উজ্জ্বলের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী। তাঁকেও ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া হয়। ফের তিনি হামলাকারীদের পা ধরে

এরপর ৪ পাতায়

সুবর্ণ রৈখিক অববাহিকায় পালিত হল পটুঁয়া অষ্টমী বা প্রথমা অষ্টমী'

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সুবর্ণরেখা অববাহিকার জঙ্গলমহল তথা ঝাড়গ্রামসহ অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার অন্যতম সামাজিক ও পারিবারিক উৎসব এই পটুঁয়া অষ্টমী বা প্রথমা অষ্টমী'।রাসযাত্রার ঠিক পরের কৃষ্ণা অষ্টমী তিথিতে পালিত হয় এই লৌকিক উৎসব পৌড়া অষ্টমী'। পিতামাতার প্রথম সন্তান বা জেষ্ঠ্য সন্তানের মঙ্গলকামনায় এই উৎসব। লিঙ্গবৈষম্যহীন এই উৎসবে পুত্র বা কন্যা কোন বাছবিচার নেই। প্রথম সন্তান সে ছেলেই হোক বা মেয়ে এই উৎসবে সমান অধিকার। এই উৎসবে রীতি অনুযায়ী মামাবাড়ি থেকে নতুন পোষাক,ধান, দুর্বা, ফুল, চন্দন, মিষ্টি আসে। নিয়ে আসেন মামাবাড়ির কেউ। নিজের বাড়িতেও কেনা হয় নতুন জামাকাপড়। বাড়ির উঠোনে তুলসী মঞ্চের কাছকাছি জায়গায় মায়েররা কলাপাতার উপর বিরির বড়ি বসান সন্তানের মঙ্গলকামনায়। যাদের অষ্টমী তারা এদিন কাঁচা হলুদ বাটা ও গঁধাউলা বা আবাটার মিশ্রণ মেখে স্নান করেন। স্নানের পর নতুন পোষাক, নতুন রেশম বা ঘুনসী পরিধান করেন। তারপর তার অষ্টমী তার কপালে চন্দনের টীকা পরিয়ে দেন মা সহ বড়রা। ধান,দুর্বা ছিটিয়ে দেওয়া হয় মাথার উপর।চলে শঙ্খ ধ্বনি।মাথায় গুঁজে দেওয়া হয় গাঁদা ফুল। বাড়ির বিবাহিত পটুঁয়া ছেলে বা বাড়ির বৌ দের মধ্যে কেউ পটুয়া থাকলে তারও অষ্টমী পালিত হয়। তবে বিয়ের পর মামাবাড়ি থেকে নতুন জামাকাপড় আসাটা বাধ্যতামূলক থাকে না বিবাহিত ছেলেদের শ্বশুর বাড়ি আর বিবাহিত মহিলাদের বাবার বাড়ি থেকে নতুন জামাকাপড় আসে। তবে কারো কারো তখনও মামাবাড়ি থেকে আসে। নিজের বাড়ির কেনা পোশাক তো থাকেই। এদিন বাড়িতে বানানো হয় নানা রকম পিঠা,ক্ষীরি,লুচি মিষ্টি,পায়েস, পোলাও,মাছ-মাংস সহ নানা ধরনের আমিষ-নিরামিষ পদ। যাদের অষ্টমী তাদের এদিন "ভুজা"(মুড়ি) খাওয়া বারণ। এছাড়া সরাসরি মামাবাড়িতে গিয়েও অষ্টমী পালন করা যায়।আগেকার দিনে প্রথম সন্তানের পাশাপাশি অষ্টম সন্তানেরও অষ্টমী হতো। লোকসংস্কৃতি বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু শিক্ষক সুদীপ কুমার খাঁড়া বলেন 'আধুনিকতার ভীড়ে ধীরে ধীরে এই পারিবারিক উৎসব গুলো হারিয়ে যেতে বসেছে'।

১-ম পাতার পর

ছয় আসনে জয়ের পরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, আমরা জমিদার নই, মানুষের পাহারাদা

বিজেপির বিভাজনের রাজনীতি মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে। অভিষেক এবং মমতা উভয়েই মাদারিহাটের মানুষকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। বিজেপির দুর্বল প্রচার এবং বিভাজনের রাজনীতির বিরুদ্ধে ক্ষোভ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে উন্নয়নের বার্তা। মানুষের মধ্যে তৃণমূলের প্রতি আস্থা বৃদ্ধি।

এই জয় তৃণমূল কংগ্রেসকে রাজ্য রাজনীতিতে আরও শক্তিশালী করেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেছেন, "মানুষই আমাদের শক্তি। আমরা মানুষের জন্য কাজ করে যাব।

১-ম পাতার পর

বঙ্গবাসীর কাছে মমতাই ভরসা - আরজি কর আন্দোলন বিরোধীদের ফোলানো বেলুন

গেছে। বিরোধীরা সুর চড়ালেও সেই সুর বাংলার মাঠ ঘাটে নিয়ে যেতে পারেনি। তাই ভোট বাক্সে আর জি কর আন্দোলনের কোন প্রভাব পড়েনি।, যদিও বিরোধীরা অভিযোগ করেছে "বাংলায় ভোট প্রক্রিয়াই হয় না। বিধানসভা ও লোকসভা ভোটে অধিকাংশ বুথে এজেন্ট বসানো যায়নি। ভোট লুট হয়েছে আর এ তো উপনির্বাচন"।

ফড়ণবিসের প্রত্যাবর্তন! পাঁচ বছর আগে বলেছিলেন, 'আমি সমুদ্র, ফিরে আসব'

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ২০১৯ সালের ডিসেম্বর। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দ্বিতীয়বার শপথ নেওয়ার পর মাত্র চারদিন পেরতে না পেরতেই ইস্তফা দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। পাঁচ বছর পরে সেই দেবেন্দ্র ফড়ণবিসকেই দেখা যাচ্ছে কুরসির কাছাকাছি। আর সেই সময় ফিরে আসছে এক পুরনো ভিডিও। যেখানে এক কবিতা শুনিয়ে বিজেপি নেতা বলেছিলেন, তিনি সমুদ্র ফিরে আসবেন।এদিকে পরিস্থিতি যা তাতে বিজেপির 'একক' মহিমা অনেকটাই বাড়বে মহারাষ্ট্রে। দি সত্যিই ১২৫টি আসন অন্তত তারা পেয়ে যায়, সেক্ষেত্রে যেটুকু আসন বাকি থাকবে সরকার গড়তে তা পেতে হলে অজিত পওয়ার কিংবা একনাথ শিণ্ডে শিবিরের উপরে অতটাও নির্ভর করতে হবে না। ফলে শিণ্ডে কিংবা অজিত, নয় মসনদে ফিরতে পারেন ফড়ণবিসই। এই সম্ভাবনা ক্রমেই জোরাল হচ্ছে। শেষপর্যন্ত শিণ্ডের পরিবর্তে তিনিই তৃতীয়বারের জন্য মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী হন কিনা সেটাই দেখার।এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত মহাজুটি এগিয়ে ২২৮ আসনে। তাদের প্রত্যাবর্তন যে স্রেফ সময়ের অপেক্ষা তা বলার জন্য বিশেষজ্ঞ হওয়ারও প্রয়োজন পড়ে না। আর এই পরিস্থিতিতে ফিরে আসছে পাঁচ বছর আগের এক মুহূর্ত। উদ্ধব ঠাকরের কাছে হেরে সরে যাওয়ার পর বিরোধী নেতা নির্বাচিত হয়ে বিধানসভায় তিনি মারাঠি ভাষায় বলেছিলেন, "মি পুনহা ইয়েন।" অর্থাৎ 'আমি ফিরে আসব'। এর পরই তিনি বলেন, "মেরা পানি উতারতে দেখ কিনারে পর ঘর মত বানা লেনা। ম্যায় সমন্দর হুঁ। লওট কর ভাপিস আউঙ্গা।" যার বাংলা তর্জমা করতে দাঁড়ায়, 'আমার জল সরে গিয়েছে দেখে পাড়ে ঘরবাড়ি বানিয়ে ফেলো না। আমি সমুদ্র। ফিরে আসব।'

নতুন করে ভাইরাল হয়েছে এই ভিডিও। যা দেখে বহু নেটিজেন বলছেন, নিজের কথা রেখেছেন বিজেপি নেতা। তাঁর এই প্রত্যাবর্তন দেখে ভালো লাগছে। প্রসঙ্গত, নিজের কেন্দ্র নাগপুর দক্ষিণ পশ্চিমে ২৭ হাজার ৩৮৬ ভোটে এগিয়ে রয়েছেন ফড়ণবিস।

নিউজ ৯ আন্তর্জাতিক বৈঠকে

বক্তব্য রাখলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২২ নভেম্বর, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : জার্মানির স্টুটগার্ট শহরে আয়োজিত নবম নিউজ ৯ আন্তর্জাতিক বৈঠকে আজ ভিডিও কনফারেন্সের মঞ্চে বক্তব্য রাখেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। এই বৈঠককে ভারত-জার্মানি অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সংযোজন বলে মন্তব্য করেন তিনি। শ্রী মোদী বলেন, ভারতের এক সংবাদমাধ্যম গোষ্ঠী জার্মানির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করার চেষ্টা করছে জেনে তিনি বিশেষভাবে আনন্দিত। বর্তমানের তথ্যযুগে জার্মানির নাগরিকদের সঙ্গেও ওই সংবাদমাধ্যমটি যোগাযোগ স্থাপন করছে। এর ফলে, জার্মানি এবং সেখানকার জনসাধারণ সম্পর্কে জানা ও বোঝার বিশেষ সুবিধা হবে ভারতীয় নাগরিকদের। প্রধানমন্ত্রী বলেন, জার্মানির এফএইউ স্টুটগার্ট এবং বাডেন-রুটেমবার্গের সঙ্গে সহযোগিতায় এই বৈঠকের আয়োজক ভারতের টিভি ৯ চ্যানেলগোষ্ঠী। বৈঠকের বিষয় হল - 'ভারত-জার্মানি : নিরন্তর উন্নয়নের লক্ষ্যে এক পথ নির্দেশিকা'। এই উদ্যোগের মধ্য দিয়ে ভারত ও জার্মানির মধ্যে এক দায়িত্বশীল সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি আরও বলেন যে গত দু'বছর ধরে বিভিন্ন বৈঠক ও সম্মেলনে যাঁরা অংশগ্রহণ করছেন, তাঁরা অর্থনৈতিক বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে ফলপ্রসূর আলোচনার কাজ সেরে ফেলার সাথে সাথে ক্রীড়া ও বিনোদন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়কেও

এরপর ৪ পাতায়

রাতে দুষ্কৃতীদের দখলে বীরভূমের জাতীয় সড়ক! অভিযান চালিয়ে বালি-কয়লা-গরু ধরল পুলিশ

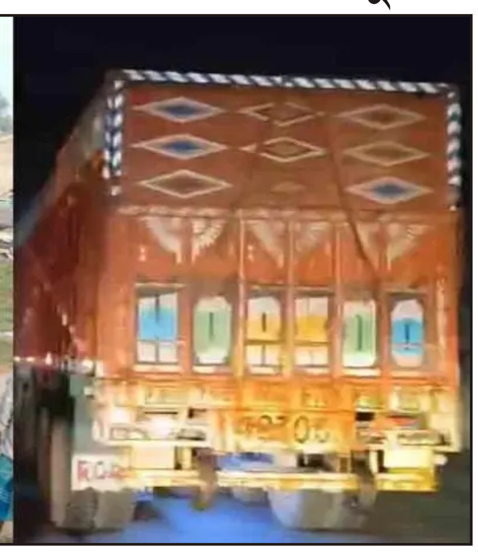

সিউড়ি: নিউজ সারাদিন : রাতে বীরভূমের জাতীয় সড়ক দুষ্কৃতীদের দখলে! অভিযানে নামল পুলিশ। শুক্রবার ইলামবাজার থেকে সিউড়ি ১৪ নম্বর জাতীয় সড়কজুড়ে পুলিশ অভিযান শুরু করতেই ধরা পড়ল পাচারকারীরা। দেখা গেল, অবৈধ কয়লা, গরু, বালি সব যাচ্ছে জাতীয় সড়ক ধরে। বীরভূমের রাস্তা যেন পাচার করিডোর!ডি এস পি স্বপন চক্রবর্তী বলেন, "জেলা পুলিশ সুপারের নির্দেশে আমাদের প্রতিরাতে নিয়মিত অভিযান চলে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরেও পাচারকারীদের এমন বেপরোয়া ব্যবহগার দেখে আমরা স্তম্ভিত। রাতের অন্ধকারে জাতীয় সড়ক ধরে অবৈধ গরু বালি কয়লা রুখতে আরও বড়সড় অভিযানে নামবে জেলা পুলিশ।পুলিশের গাড়ি পালটে অন্য গাড়ি আর সামান্য কয়েকজন নিরাপত্তারক্ষী নিয়ে শুক্রবার রাতে অভিযানে নামে এনফোর্সমেন্ট বিভাগের ডি এস পি। ইলামবাজার থানা এলাকা থেকে প্রথমে ধরা পরে গরুবোঝাই গাড়ি। উল্লেখ্য, পুলিশ অভিযানে চালালেই আগেভাগে খবর পেয়ে যেত দুষ্কৃতীরা। পালটে ফেলত তাদের গতিবিধি। তাই শুক্রবার রাতে সাধারণ গাড়ি আর নিজের নিরাপত্তাকর্মীকে নিয়েই অভিযানে বেড়িয়ে পড়েন এনফোর্সমেন্ট বিভাগের ডি এস পি স্বপন চক্রবর্তী।

মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ যে সত্যি সেটা কয়েকঘন্টার অভিযানেই উপলব্ধি হল জেলা পুলিশ কর্তাদের। ভোর তিনটে নাগাদ ইলামবাজার থানার ১৪ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর একটি পিক আপ ভ্যান আটক করে। তাতে ছিল ১৩ টি গরু। বর্ধমান থেকে জয়দেব মোড় হয়ে অবৈধ গরু বোঝাই গাড়ি আসছিল। সঙ্গে থাকা পাঁচজনকে আটক করে পুলিশ।

হেতমপুর এলাকায় ধরা পরে আট কুইন্টাল কয়লা। মোটর বাইকে করে কয়লা পাচার করছিল। সেগুলি দুবরাজপুর থানার হাতে তুলে দেওয়া হয়। একজন পালিয়ে যায়। একজনকে তাড়া করে পেট্রল পাম্পের কাছে ধরে ফেলে পুলিশ। সদাইপুর থানার বাঁধেরশোল মোড়ে দুটি ওভারলোডেড বালিবোঝাই ট্রাক মুর্শিদাবাদ যাচ্ছিল। দুবরাজপুরের লোবা গ্রামে অজয় নদের ঘাট থেকে অবৈধভাবে বালি বোঝাই করেছিল। সিউড়ি থানার মিনিস্টিলের কাছে ২৬ টি গরু বোঝাই পিক আপ ভ্যান ধরা পরে ভোরবেলা। বাঁকুড়া থেকে চালান ছাড়া গরুবোঝাই পিক আপ ভ্যানটি মুর্শিদাবাদের দিকে যাচ্ছিল। সঙ্গে থাকা দুজনকে গ্রেপ্তার করে সিউড়ি থানার হাতে তুলে দেওয়া হয়।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৪ বর্ষ ৩১৬ সংখ্যা ২৪ নভেম্বর, ২০২৪ রবিবার ০৮ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১

৩ পাতার পর

বাংলাদেশে বাড়িতে ঢুকে হিন্দু ব্যবসায়ীকে বেধড়ক মারধর, রেহাই পেলেন না অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী

মারধর বন্ধ করার অনুরোধ জানান। যদিও তাতে কর্ণপাত করেননি বিএনপি সন্ত্রাসীরা। মারধরে জ্ঞান হারান উজ্জ্বল। এর পর সন্ত্রাসীরা পুলিশকে খবর দেন। পুলিশ এসে উজ্জ্বলকে গ্রেফতার করে।দুষ্কৃতীদের হাত থেকে উদ্ধারের পরিবর্তে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গোটা ঘটনার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হতে নিন্দা আর সমালোচনার ঝড় বয়ে গিয়েছে। যদিও স্থানীয় থানার ওসি সিরাজুল ইসলাম স্পষ্টতই বলেছেন, 'বাংলাদেশে বসবাস করতে হলে এই অত্যাচার তো হিন্দুদের সহ্য করতেই হবে।'

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, 'প্রহৃত ব্যবসায়ীর নাম উজ্জ্বল কুমার মণ্ডল। তিনি নাটোরের বনপাড়া পুরসভার কালিকাপুর শ্মশানঘাট এলাকার সবজি ব্যবসায়ী বিশ্বনাথ মণ্ডলের ছেলে। স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা আতিকুর রহমানের ঘনিষ্ঠ হিসাবেই এলাকায় পরিচিত ছিলেন। গত ৫ অগস্ট শেখ হাসিনা জমানার অবসানের পরেই হামলার ভয়ে গা ঢাকা দেন উজ্জ্বল। শেষ পর্যন্ত তিন মাস বাদে অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে চিকিৎসক দেখানোর জন্য বুধবার দুপুরে বাড়িতে ফেরেন। আর উজ্জ্বলের বাড়ি ফেরার খবর জানতে পেরেই গতকাল শুক্রবার তাঁর বাড়িতে চড়াও হয় স্থানীয় বিএনপি'র সন্ত্রাসীরা। তাদের নেতৃত্বে ছিলেন বনপাড়া পুর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক এ বি এম ইকবাল হোসেন।

সম্পাদকীয়

বাংলার রাজনীতির ক্যানসার হিংসা ও দুর্নীতি', দু'বছর রাজ্যে থেকে অভিজ্ঞতা শোনান রাজ্যপাল

রাজ্যপাল পদে দু'বছর কাটালেন সিভি আনন্দ বোস। এই উপলক্ষ্যে রাজভবনে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে সময় কাটান রাজ্যপাল। এই দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে আজ বৃক্ষরোপন কর্মসূচি পালন করেন তিনি। তার পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বাংলার সংস্কৃতি এবং রাজনীতি নিয়ে নানা কথা বলেছেন তিনি।এছাড়া বাংলার রাজনীতির ক্যানসার হিংসা ও দুর্নীতি বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। যা নিয়ে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষোভ উগরে দিতে পারে। রাজ্যপালের কথায়, 'আমি কোনও রাজনৈতিক দলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ি না। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচুর দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে। আর রাজনৈতিক প্রতিকার আসতে হবে। যে কোনও সমস্যায় আমি সবসময় উপস্থিত থাকি। আমি আমার শান্তিকক্ষ থেকে বেলডাঙায় ঘটে যাওয়া সবকিছু পর্যবেক্ষণ করছি এবং নোট করছি। কোনও ব্যবস্থা নেওয়ার আগে আমি দুবার ভাবব। প্রয়োজনে আমি সেখানে থাকব। রাজনীতি হচ্ছে আমাদের দেশের শেষ আশ্রয়। এটার পরিবর্তন দরকার। বাংলার মানুষ হিংসা-দুর্নীতি মেনে নেবে না।'বাংলার সংস্কৃতির প্রশংসা করলেও রাজনীতিতে হিংসা এবং দুর্নীতি ঢুকে পড়েছে বলে দাবি করেন রাজ্যপাল। এটাকেই রাজনীতির ময়দানে 'ক্যানসার' বলে উল্লেখ করেছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। যা নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

এদিকে আজ, শনিবার বাংলার ৬টি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, ৬টি কেন্দ্রেই জিতেছে তৃণমূল কংগ্রেস। প্রধান বিরোধী দল বিজেপি একটি কেন্দ্রেও জিততে পারেনি। এমনকী টাফ ফাইট পর্যন্ত দিতে পারেনি। বরং জেতা আসন মাদারিহাট গোহারা হেরেছে বিজেপি। সেখানে রাজ্যপালের এমন মন্তব্য নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস দু'বছর বাংলায় কাটানোর পর তিনি শনিবার বলেন, 'বাংলার রাজনীতির চেহারা দুটি বিষয় হিংসা আর দুর্নীতি ক্যানসারের আকার নিয়েছে। সংস্কৃতির দিক থেকে বাঙলার মানুষ ভাল। কিন্তু রাজনীতি এখানে খুব খারাপ। বাংলার রাজনীতি নিয়ে চিন্তা ও বিশ্লেষণ করে এটা আমার মনে হয়েছে।'অন্যদিকে বাংলার রাজনীতি নিয়ে কোনও সদর্থক কথা বলেননি রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। রাজ্য সরকারের সঙ্গে রাজ্যপালের সম্পর্ক তলানিতে পৌঁছেছে। এই আবহে রাজ্যপালের বক্তব্য, 'রাজনৈতিক পদক্ষেপেই হিংসা ও দুর্নীতি তৈরি হয়েছে। আর এখন রাজনৈতিক পদক্ষেপেই সেটাকে ইন্ধন দেওয়া হচ্ছে। আমি কোনও রাজনৈতিক দলকে ইঙ্গিত করে এসব কথা বলছি না। কিন্তু আমাদের সামনে বাস্তব যেটা এসেছে তাতে দেখা যাচ্ছে হিংসা এবং দুর্নীতি বেড়েছে। আমার এই ধারণা বদলায়নি কারণ এটা পরিবর্তিত বিষয় নয়। এটা দৃঢ়। বাংলার রাজনীতি পুনরুজ্জীবিত করতে হবে এবং তাহলে নবজাগরণ ঘটবে।'বাংলার সংস্কৃতির প্রশংসা করলেও রাজনীতিতে হিংসা এবং দুর্নীতি ঢুকে পড়েছে বলে দাবি করেন রাজ্যপাল। এটাকেই রাজনীতির ময়দানে 'ক্যানসার' বলে উল্লেখ করেছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। যা নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

এদিকে আজ, শনিবার বাংলার ৬টি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, ৬টি কেন্দ্রেই জিতেছে তৃণমূল কংগ্রেস। প্রধান বিরোধী দল বিজেপি একটি কেন্দ্রেও জিততে পারেনি। এমনকী টাফ ফাইট পর্যন্ত দিতে পারেনি। বরং জেতা আসন মাদারিহাট গোহারা হেরেছে বিজেপি। সেখানে রাজ্যপালের এমন মন্তব্য নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস দু'বছর বাংলায় কাটানোর পর তিনি শনিবার বলেন, 'বাংলার রাজনীতির চেহারা দুটি বিষয় হিংসা আর দুর্নীতি ক্যানসারের আকার নিয়েছে। সংস্কৃতির দিক থেকে বাঙলার মানুষ ভাল। কিন্তু রাজনীতি এখানে খুব খারাপ। বাংলার রাজনীতি নিয়ে চিন্তা ও বিশ্লেষণ করে এটা আমার মনে হয়েছে।'

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(প্রথম পর্ব)

বাংলায় মাতৃ শক্তি উপাসনার ধর্ম প্রচলিত। এই মাতৃকা আদ্যা, নিত্যা, জগদকারণ ও অব্যক্ত, কিন্তু তবু আমরা তাঁর রূপ কল্পনা করেছি। আমরা মাতৃকা-উপাসকরা এক এক কল্প এক একজন মাতৃকার অধীনে থাকি, এ কল্পনা যথার্থ মনে হয়। তাই মাতৃ শক্তি পুজোই আমরা করি দুর্গাপুজোয়, যদি হরপ্পা সভ্যতার ঊষার শারদীয়া বোধনের কথা বলি। কিন্তু এ ব্যতীত কালিকার উপাসনাও দুর্গাপুজোর সময় হয় বটে। সন্ধিপুজোয় আক্ষরিক অর্থেই চামুণ্ডা ও কালীর উপাসনা ঘটে। কিন্তু সে ছাড়াও, সমগ্র দুর্গাপুজো প্রকৃতপক্ষে ভদ্রকালীর উপাসনা। হরপ্পার মাতৃকা ভয়াভয় চরিত্র ধারণ করে থাকবেন, যদি তাঁরই বোধন আজও হয়ে থাকে। তা নয়ত ঊষার উপাসনায় আমরা নিশাকে স্মরণ করতে বাধ্য হয়েছি কারণ মাতৃকা উপাসনাময় এই যে মহাধর্ম আয়রন এজ নেমে আসার পরেও পৃথিবীতে টিঁকে আছে, তার পথটা কুসুমাস্তীর্ণ হওয়ার কথা ছিল না। অতএব মাতৃকার মূর্তিরূপে প্রতিরোধ আছে, এই কথা মাথায় রেখে কালীর মূর্তিরূপের ব্যাখ্যা করতে হবে, নইলে আমরা ইতিহাসবিচ্যুত হব।

রমাপ্রসাদ চন্দকে উদ্ধৃত করছেন দেবীপ্রসাদ "কারণ, আসল কথা এই যে, দুর্গোৎসবের সময় যে-প্রতিমা গড়াইয়া, চণ্ডিমণ্ডপ জোড়া করিয়া আমরা যে-উৎসব করিয়া থাকি সেই উৎসবে ঠিক সেই প্রতিমার পূজা হয় না; পূজা হয় ভদ্রকালীর, পূজা হয় পূর্ণঘটের; দেবীকে আহ্বান করিতে হয় যন্ত্রে ও ঘটে" (ভারতীয় দর্শন ৭০)।

আরেকটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, দুর্গাপুজোর বোধন কিন্তু কোনও অকাল বোধন নয় কৃত্তিবাস মধ্যযুগে যেমন কল্পনা করেছেন, এটা উপমহাদেশে অত্যন্ত প্রাচীন। সম্ভবত হরপ্পা সভ্যতা থেকে চলে আসছে, কারণ ঊষার বোধন হত। ঊষার উপাসনায় বোধন ছিল এবং সেটা শরৎকালেই হত সুকুমার সেন জানাচ্ছেন, যদিও বৈদিক যজ্ঞকাণ্ডে ঊষার কোনও স্থান ছিল না, তাঁর নামে কোনও হোম হত না (৩: ১১৯)।

আদি সাংখ্যের প্রকৃতির বোধন থেকে যে উৎসব শুরু, দীপান্বিতায় প্রকৃতির নৈরাত্মা, কৈবল্যদায়িনী, মোক্ষপ্রদায়িনী কালীরূপটির উপাসনা কি সেই মাতৃকাধর্মের উৎসবের একটা স্বাভাবিক চূড়ান্ত পর্যায়? কারণ এই উপাসনার সঙ্গে জৈনদের কৈবল্যের একটা সংযোগের প্রমাণ আছে। ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বলছেনঃ "কার্তিকের অমাবস্যার রাত্রিতে যে কালীর পূজা আমরা করি তাঁর পূজার উৎসব উপলক্ষে আরও কিছু পূজা ও আচার পালন করা হয়। এগুলির মধ্যে একটি বিশিষ্ট প্রথা হচ্ছে দীপমালা দিয়ে পূজামণ্ডপ, গৃহাদি দর্শনীয় বিষয়গুলি সজ্জিত করা। ত্রয়োদশ শতাব্দীর বৃহদ্ধর্ম পুরাণে এই অমাবস্যাকে তাই দীপান্বিতা আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কার্তিক অমাবস্যার রাত্রিতে দীপ জ্বালান এক অতি প্রাচীন

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

আমাদের অজ্ঞাত নায়ক বীর সাভারকারের জীবনের প্রকৃত গল্প

তুলে ধরার দায়িত্ব আমি নিজের কাঁধে নিয়েছি" বললেন রণদীপ হুডা

IFFIWood, ২২ নভেম্বর, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : ৫৫-তম ভারতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব (আইএফএফআই)-তে ভারতীয় প্যানোরামা বিভাগে উদ্বোধনী পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি হিসেবে স্বতন্ত্র বীর সাভারকার প্রদর্শিত হয়। এই ছবি নির্মাণের সঙ্গে জড়িত কলাকুশলীরা সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হন। অভিনেতা রণদীপ হুডা ছবিটির নির্দেশক, সেইসঙ্গে ছবিতে তিনি বিনায়ক দামোদর সাভারকরের মূল চরিত্রে অভিনয়ও করেছেন। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, আমাদের অজ্ঞাত নায়কের জীবনের প্রকৃত গল্প তুলে ধরার দায়িত্ব তিনি নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। রণদীপ হুডা বলেন, সাভারকার সবসময় চাইতেন, সামরিকভাবে ভারত শক্তিশালী হোক। ছবিটিতে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে সশস্ত্র সংগ্রামের দিকটিকে ফুটিয়ে তোলা হয়। এতে দেখানো হয় বিপ্লবীরা কেন নিজেদের হাতে অস্ত্র তুলে নিতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। অভিনেত্রী অঞ্জলি হুডা ছবিতে ভিকাজি কামার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। সংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, ছবিতে অভিনয় করতে গিয়ে সাভারকারের ব্যক্তিগত জীবন তাঁকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। তিনি বলেন, এককথায় বলতে গেলে ছবিটি তাঁর চোখ খুলে দিয়েছে। আগামীদিনে দেশের অজ্ঞাত এ রকম নায়কদের জীবনের ওপর আলোকপাত করতে অনুরূপ ছবি তৈরি হবে বলেও তিনি আশাপ্রকাশ করেছেন। জয় প্যাটেল, মৃণাল দত্ত এবং অমিত সিয়াল সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। এই ছবিটিতে তাঁরাও নানা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অজ্ঞাত নায়ক বীর সাভারকারের জীবনের অকথিত নানা গল্প ছবিতে তুলে ধরা হয়েছে। মাতৃভূমির প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়ে তাঁকে কী করুণ পরিণতির শিকার হতে হয়েছিল, তাও ফুটে উঠেছে ছবিটিতে। বিনায়ক দামোদর সাভারকার ছিলেন একজন বিপ্লবী চিন্তাবিদ। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তিনি। সশস্ত্র আন্দোলনের সোচ্চার উদ্গাতা হিসেবে তাঁর রূপান্তরের চিত্র ছবিতে ধরা পড়েছে। সেইসঙ্গে আদর্শের জন্য তাঁর সংগ্রাম এবং সেলুলার জেলে তাঁর অন্তরীণ থাকার দিনগুলিও ফুটে উঠেছে। সাভারকার একটি জটিল চরিত্র। শক্তিশালী এবং স্বনির্ভর ভারত গড়ে তোলায় তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী আজও অনুরণিত হয়। ছবিটির পরিচালক রণদীপ হুডা। প্রযোজকদের মধ্যে রয়েছেন আনন্দ পণ্ডিত, শ্যাম খান, সন্দীপ সিং এবং যোগেশ রাহার। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন রণদীপ হুডা।

ছবিটিতে অভিনয় করেছেন রণদীপ হুডা, অঙ্কিতা লোখাণ্ডে, অমিত সিয়াল, মৃণাল দত্ত, জয় প্যাটেল এবং অঞ্জলি হুডা।

৩ পাতার পর

নিউজ ৯ আন্তর্জাতিক বৈঠকে বক্তব্য রাখলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী

আলোচ্যসূচির মধ্যে স্থান দিয়েছেন। এর ফলশ্রুতিতে ভারত ও জার্মানির মধ্যে সহযোগিতার পরিধি আরও প্রসারিত হতে চলেছে। শ্রী মোদী তাঁর এদিনের ভাষণে বিশেষ জোর দিয়ে বলেন যে কৌশলগত দিক থেকে ইউরোপ এখন ভারতকে যথেষ্ট গুরুত্বের চোখে দেখছে। বিশেষত, ভূ-রাজনৈতিক সম্পর্ক এবং বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যেহেতু অন্যতম প্রধান অংশীদার হল ভারত, সেই কারণে এ সম্পর্কে চিন্তাভাবনার পরিসরও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়াও, ২০২৪ বছরটি হল ভারত-জার্মানি কৌশলগত অংশীদারিত্বের ২৫তম বার্ষিকী যাকে নিঃসন্দেহে এক ঐতিহাসিক ঘটনা বলা চলে। জার্মানির চ্যান্সেলরের তৃতীয়বারের জন্য ভারত সফর এবং ১২ বছরের ব্যবধানে দিল্লিতে আয়োজিত জার্মানির বাণিজ্য প্রচেষ্টা সম্পর্কে এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় সম্মেলন নিঃসন্দেহে একটি তাৎপর্যময় ঘটনা। জার্মানি ইতিমধ্যেই 'ফোকাস অন ইন্ডিয়া' নামে একটি প্রামাণ্য নথিও প্রকাশ করেছে। সেখানে ভারতের জন্য দক্ষ শ্রম প্রকৌশল সম্পর্কিত একটি বিষয়ও স্থান পেয়েছে। এ সমস্ত কিছুই দুটি দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও জোরদার করে তোলার লক্ষ্যে এক বিশেষ পদক্ষেপ বলে বর্ণনা করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। শ্রী মোদী বলেন, ভারত ও জার্মানির মধ্যে কৌশলগত অংশীদারিত্বের সম্পর্ক দীর্ঘ ২৫ বছরের। কিন্তু, দুটি দেশের মধ্যেই যোগাযোগ ও সম্পর্ক হল শতাব্দী প্রাচীন। মনে রাখা দরকার যে ইউরোপের প্রথম সংস্কৃত ব্যাকরণের বই তৈরি করা হয়েছিল জার্মানিতে। শুধু তাই নয়, ওই দেশের ব্যবসায়ীরা ইউরোপে প্রথম তামিল ও তেলেগু ভাষায় ছাপার কাজও শুরু করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে জার্মানিতে প্রায় ৩ লক্ষ ভারতীয়ের বসবাস এবং ৫০ হাজারের মতো ভারতীয় ছাত্রছাত্রী সেখানে পড়াশোনা করছেন। অন্যদিকে ভারতে ১,৮০০টিরও বেশি জার্মান সংস্থা গত ৩-৪ বছরে ১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সম-পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছে। দুটি দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য অঙ্কের দিক থেকে দাঁড়িয়েছে ৩৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। আগামী বছরগুলিতেও বাণিজ্যের এই গতি অপ্রতিহত থাকবে। কারণ, দুটি দেশের মধ্যে সম্পর্ক এখন যথেষ্ট গভীর ও নিবিড়। ভারত বর্তমানে বিশ্বের দ্রুততম গতিতে এগিয়ে চলা এক বৃহৎ অর্থনীতির দেশ বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী তাঁর এদিনের ভাষণে। তিনি বলেন যে এর ফলে ভারতের সঙ্গে উন্নয়নের লক্ষ্যে জোটবদ্ধ হতে আগ্রহ দেখিয়েছে বিশ্বের অনেকগুলি দেশই। জার্মানির 'ফোকাস অন ইন্ডিয়া' নামে যে নথিটি প্রকাশিত হয়েছে, তাতে একথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে বিশ্ববাসীর কাছে ভারতের কৌশলগত বিষয়গুলির গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। গত এক দশক ধরে ভারতের সংস্কার প্রচেষ্টা তা সম্ভব করে তুলেছে বলে মনে করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, এই প্রচেষ্টার হাত ধরে একদিকে যেমন বাণিজ্যিক পরিবেশ ও পরিস্থিতি আরও উন্নত হয়েছে, অন্যদিকে তেমনই আমলাতান্ত্রিক হস্তক্ষেপও অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে। উপরন্তু, বিভিন্ন ক্ষেত্রের উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত নীতিগুলিকে আধুনিক করে তোলার প্রচেষ্টাও এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। জিএসটি চালু করার মাধ্যমে কর ব্যবস্থার সরলীকরণ, ৩০ হাজারেরও বেশি বাধ্যবাধকতাকে তুলে দেওয়া এবং ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা আরও স্থিতিশীল করে তোলা আমাদের সংস্কার প্রচেষ্টারই বিশেষ ফসল। শ্রী মোদী বলেন যে আমাদের যাবতীয় প্রচেষ্টা ভারতের ভবিষ্যৎকে আরও উন্নত করে তোলার ক্ষেত্রে এক বলিষ্ঠ ভিত গঠন করে দিয়েছে যার ফলে জার্মানির সঙ্গে আমাদের অংশীদারিত্ব ও সহযোগিতার সম্পর্ক ক্রমপ্রসারিত হয়েছে। বড় ধরনের একটি আন্তর্জাতিক উৎপাদন কেন্দ্র হিসাবে বিশ্ব মানচিত্রে এক বিশেষ স্থান অধিকার করেছে ভারত। একথার উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সমান্তরালভাবে গড়ে উঠেছে জার্মানির উৎপাদন সম্পর্কিত নিজস্ব উন্নয়ন প্রচেষ্টাও। 'মেক ইন ইন্ডিয়া' কর্মসূচির মাধ্যমে উৎপাদকদের উৎপাদন সম্পর্কিত নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধাও দেওয়া হচ্ছে। মোবাইল ও বৈদ্যুতিন সাজসরঞ্জাম উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভারত হল বর্তমানে বিশ্বের অগ্রণী একটি দেশ। এমনকি, দু'চাকার যানের উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভারতের বর্তমান অবস্থান এখন একেবারে প্রথম সারিতে। এক্ষেত্রে ভারতকে বৃহত্তম উৎপাদক একটি দেশ বলে বর্ণনা করলেও অত্যুক্তি হবে না। আবার, সিমেন্ট ও ইস্পাত উৎপাদনের দিক থেকে ভারত হল বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম একটি দেশ। এ সমস্ত কিছুর পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বের উৎপাদন ক্ষেত্রে ভারত বর্তমানে একটি সুপরিচিতি নাম হয়ে উঠেছে। আবার, চার চাকার যান উৎপাদনের দিক থেকে চতুর্থ বৃহত্তম দেশ হল ভারত। সেমি-কন্ডাক্টর শিল্পেও আন্তর্জাতিক দিক থেকে ভারত উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। পরিকাঠামোর প্রসার, পরিবহণ ব্যয় হ্রাস, বাণিজ্যিক কাজকর্মের পরিবেশ সহজ করে তোলা এবং স্থায়ী সরকার গঠনের মধ্য দিয়ে আমাদের এই সার্বিক সাফল্য অর্জিত হয়েছে। ব্যবহারিক, সামাজিক এবং ডিজিটাল পরিকাঠামোর দিক থেকেও ভারতের এই উন্নয়ন প্রচেষ্টায় এখন গতি সঞ্চারিত হয়েছে। যার ফলে, উদ্ভাবনমূলক ডিজিটাল প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ভারত হয়ে উঠেছে বিশ্ববাসীর কাছে অত্যন্ত সুপরিচিত একটি নাম। শুধু তাই নয়, ভারতে ডিজিটাল সরকারি পরিকাঠামো একদিক থেকে আবার অতুলনীয় যা ভারতকে এক বিশেষ গর্বের আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। যে সমস্ত জার্মান সংস্থা ইতিমধ্যেই ভারতে উৎপাদন শুরু করেছে, তাদের বিনিয়োগ বৃদ্ধির প্রচেষ্টাকেও এদিন স্বাগত জানান ভারতের প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, যে সমস্ত সংস্থা এখনও ভারতে বাণিজ্যিক কাজকর্ম শুরু করেনি, তাদেরও আমরা আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাচ্ছি। কারণ, এটিই হল সঠিক সময় যখন ভারতের নিরন্তর প্রচেষ্টা হয়ে উঠেছে দ্রুত থেকে দ্রুততর। নতুন নতুন ক্ষেত্রে ভারত ও জার্মানির সহযোগিতা ও অংশীদারিত্বের সম্পর্ককে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেন তিনি। ভারতের মতো একটি সুপ্রাচীন সভ্যতার দেশ যেভাবে বিশ্ব অংশীদারিত্বকে স্বাগত জানিয়েছে তা একটি উল্লেখ করার মতো ঘটনা। ভারতের সাথে সাথে সমগ্র বিশ্বের জন্য এক উন্নত ও সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার আহ্বান জানান ভারতের প্রধানমন্ত্রী।

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

আমি সে সকল গৃহে যেতে ঘৃণা বোধ করি, যে সকল ব্যক্তি স্বভাবতঃ মিথ্যাবাদী, সর্বদা কেবল নাই-নাই বলে, যারা দুর্বলচেতা এবং দুঃশীল, যারা সত্যহীন মিথ্যা সাক্ষ্য দান করে, বিশ্বাসঘাতক ও কৃতঘ্ন, যে সকল পাপী সর্বদা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, ভয়গ্রস্ত শত্রুগ্রস্ত, ঋণগ্রস্ত, অতি কৃপণ, দীক্ষাহীন, শোকার্ত, মন্দবুদ্ধি সম্পন্ন, স্ত্রী-বশীভূত, কুলটার পতি, দুর্বাক, কলহপরায়ণ, যারা ভগবানের পূজা ও তাঁর নাম-গুণাগুণ-কীর্তনে বিমুখ, যারা শয়নের পূর্বে পা ধোয় না,

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সিনেমার খবর

cinema TV

'করণ অর্জুন' এর রিমেকে অভিনয় করবেন হৃতিক ও রণবীর!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শাহরুখ খান ও সালমান খান অভিনীত 'করণ অর্জুন' চলচ্চিত্রটি ভারতীয় কালজয়ী সিনেমাগুলোর মধ্যে অন্যতম। রাকেশ রোশন পরিচালিত সিনেমাটিতে মুক্তি পেয়েছিল ১৯৯৫ সালে। তাদের বিপরীতে ছিলেন কাজল ও মমতা কুলকার্নি। সিনেমার গানগুলো আজও মনে জাগায় নস্টালজিয়া। সেইসঙ্গে এটাও উল্লেখ করা যায় ছবিতে মায়ের ভূমিকায় অভিনয় করা রাখী গুলজারের মুখে 'মেরা করণ অর্জুন আয়েগা' সংলাপটি হিন্দি সিনেমায় দারুণ এক সংযোজন।

সিনেমাটি নতুন করে মুক্তি পাচ্ছে আগামী ২২ নভেম্বর। এই খবরে শাহরুখ-সালমানরা বেশ খুশি। তাদের ভক্তরাও আন্দোলিত নতুন করে আবারও পুরনো সিনেমাটি প্রেক্ষাগৃহে দেখার সুযোগ পেয়ে।

ছবিটি নিয়ে যখন নতুন করে আলোচনা শুরু হলো তখন সাক্ষাৎকারে এটি নিয়ে কথা বলেছেন পরিচালক রাকেশ রোশন। তার কাছে জানতে চাওয়া হয় তিনি 'করণ অর্জুন'-এর রিমেক করবেন কি না। পরিচালক রিমেক বা সিক্যুয়েল করার ধারণা পুরোপুরি নাকচ করে দিয়েছেন।

তবে তিনি বলেন, যদি আজকের দিনের জন্য এসআরকে এবং সালমান খানের চরিত্রে কাউকে কাস্ট করতে হয় তবে তিনি হৃতিক রোশনকে করন এবং রণবীর কাপুরকে অর্জুন হিসেবে কাস্ট করতেন। 'আমি' করণ অর্জুন' রিমেক বা সিক্যুয়েল বানাবো না। তবে যদি আজকের যুগে এই চরিত্র দুটি কাস্ট করার কথা ভাবি তাহলে হৃতিক রোশনকে করণ এবং রণবীর কাপুরকে অর্জুন হিসেবে চাইব,'- রাকেশের ভাষ্য।

মজার ব্যাপার হলো, হৃতিক রোশন 'করণ অর্জুন' ছবিতে সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজ করেছিলেন।

একই সাক্ষাৎকারে রাকেশ রোশন কেন শাহরুখ খানকে অর্জুন সিং এবং সালমান খানকে করন সিং হিসেবে বাছাই করেছিলেন তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। তিনি জানান, সালমানের শারীরিক গঠন এবং তার আকর্ষণীয় চোখ ছিল গুরুত্বপূর্ণ। আর ফৌজি এবং কিং আঙ্কল সিনেমায় শাহরুখের অভিনয় খুব পছন্দ করেছিলেন রাকেশ। সেই অভিনয়গুলোই তাকে অর্জুন চরিত্রে কাস্ট করার অনুপ্রেরণা দেয়।

'পুষ্পা ২'-এর ট্রেলারে কাঁপছে বিশ্ব

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অবশেষে সকল অপেক্ষার অবসান ঘটল। প্রকাশ্যে এল 'পুষ্পা'র সিক্যুয়েল 'পুষ্পা: দ্য রুল' এর ট্রেলার। এর আগে টিজারেই সাড়া ফেলেছিল সিনেমাটি। রবিবার সন্ধ্যায় সিনেমার ট্রেলার প্রকাশের পর প্রত্যাশার পারদ আরও যেন বেড়ে গেল! সিক্যুয়েলে পুষ্পা বিবাহিত। প্রেমিকার সঙ্গে সংসার পেতেছে। তার মাঝেই ভয়ানক সব কাণ্ড তার। রাশমিকা মান্দানা-আল্লু অর্জুনের রোমান্টিক মুহূর্তের ঝলকও দেখা গেল। আল্লু অর্জুন আগেরবারের মতোই দাপুটে। বরং এবার আরও ভয়ানক, তা বলাই বাহুল্য। ট্রেলারে চমকে দিলেন ফাহাদ ফসিলও। পুলিশ অফিসারের চরিত্রে নজর কাড়লেন তিনি। প্রথম ছবিতে দুই তারকার সম্মুখ যুদ্ধের আভাস মিলেছিল। এবার তাদের দৌড় দেখা যাবে পর্দায়। আগামী ৫ ডিসেম্বর সাত ভাষায় মুক্তি পাচ্ছে 'পুষ্পা: দ্য রুল'।

২০২১ সালের ১৭ ডিসেম্বর সিনেমা হলে মুক্তি পায় 'পুষ্পা: দ্য রাইজ'। সারা দেশের বক্স অফিসে ঝড় তুলেছিল আল্লু অর্জুন, ফাওয়াদ ফাসিল, রশ্মিকা মন্দানার ছবি। ছবির দ্বিতীয়ভাগ অর্থাৎ 'পুষ্পা: দ্য রুল'-এর শুটিং ২০২২ সালেই শুরু হয়। এবার মুক্তির পালা।

এবার আসছে 'বাজিগর-২', থাকবেন শাহরুখ?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ১৯৯৩ সালের সুপারহিট রোম্যান্টিক, অ্যাকশন, থ্রিলার ছবি 'বাজিগর'। শাহরুখ খানের ক্যারিয়ারে অন্যতম সেরা সিনেমা হিসেবে বিবেচিত এই চলচিচত্রটি। এবার আববাস মাস্তান পরিচালিত এই চলচ্চিত্রের সিক্যুয়েল 'বাজিগর-২' বানানোর ঘোষণা দিয়েছেন ছবির প্রযোজক রতন জৈন। তবে ছবিটিতে অভিনয় করবেন কি না তা এখনও নিশ্চিত করেননি শাহরুখ খান।

সম্প্রতি 'বাজিগর'-এর সিক্যুয়েল নিয়ে শাহরুখের সঙ্গে বেশ কয়েক দফা আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রযোজক। বিষয়টি এখনও আলোচনার টেবিলে রয়েছে বলে নিশ্চিত করে কেউ কিছু বলতে পারছেন না। ছবিতে শাহরুখের বিপরীতে ছিলেন কাজল। রতন জৈন সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, শাহরুখ যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে তার প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। তবে এখনও বিষয়টি আলোচনাপর্বেই রয়েছে। শাহরুখ খান ছবিটি না করলেও সিক্যুয়াল নির্মাণ হবে, সে বিষয়ে নিশ্চিত করেছেন রতন। আর সিক্যুয়েল পরিচালনা করবেন এই প্রজন্মের কোনো সুদক্ষ নির্দেশক। এখন চলছে বাজিগর-২ এর চিত্রনাট্যের কাজ।

তিনি জানান, চিত্রনাট্যে নানান রকম সম্ভাবনা নিয়ে আলাপ-আলোচনা চলছে। তবে 'বাজিগর'-এর মান রক্ষার্থে সব চেষ্টা করা হবে। ছবিতে কি কাজল থাকবেন? সাংবাদিকদের এই প্রশ্নে কোনো জবাব দেননি রতন জৈন।

'পথের পাঁচালী'র 'দুর্গা' খ্যাত উমা দাশগুপ্ত আর নেই

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : 'পথের পাঁচালী'র 'দুর্গা' খ্যাত অভিনেত্রী উমা দাশগুপ্ত আর নেই। সোমবার (১৮ নভেম্বর) কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। অভিনেত্রীর মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন অভিনেতা চিরঞ্জিৎ চক্রবর্তী। ভারতীয় গণমাধ্যমের বরাত দিয়ে অভিনেতা চিরঞ্জিত বলেন, 'সকালে উমার মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তখনই জানালেন, উমাদি চলে গেছেন। কয়েক বছর আগে ক্যানসার হয়েছিল তাঁর।'

চিকিৎসার জন্য তাকে ভর্তি করানো হয়েছিল এক বেসরকারি হাসপাতালে। সেখানেই প্রয়াত হলেন উমাদেবী।

মাত্র একটি ছবিতে অভিনয় করেই বিশ্বজোড়া খ্যাতি পেয়েছিলেন উমা। ১৯৫৫ সালে সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী'তে ছিলেন 'অপু'র দিদি 'দুর্গা'। কিশোরী বয়সের সেই চরিত্রকে পর্দায় জীবন্ত করেছিলেন উমা। এরপর তাকে আর পর্দায় দেখা যায়নি। পেশাগত জীবনে তিনি ছিলেন শিক্ষক।

'পথের পাঁচালী'র দিদি দুর্গাকে নিয়ে যা বললেন ভাই অপু

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : 'পথের পাঁচালী'তে একই সাথে অভিনয় করেছেন সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায় আর উমা দাশগুপ্ত। সুবীর ছিলেন অপু আর তার বড় দিদি ছিলেন উমা (পর্দার দুর্গা)। এবার পরপারে পাড়ি জমিয়েছেন দুর্গাখ্যাত উমা। জীবনে একটি ছবিতে অভিনয় করেই যিনি পরিচিতি পেয়েছিলেন বিশ্ব দরবারে। দিদি দুর্গার মৃত্যুতে স্মৃতিচারণ করেছেন সুবীর। সুবীর বলেছেন, 'সকালেই খবরটা পেয়েছি। দিদি আর নেই। জানতাম, দিদি দীর্ঘ দিন ধরে অসুস্থ রয়েছেন। কিন্তু, তার পর এ রকম একটা খবর! মনটা খারাপ হয়ে রয়েছে।'

সুবীরের ভাষায়, 'আজকে বেশি করে 'পথের পাঁচালী'র শুটিংয়ের দিনগুলো মনে পড়ছে। আমার তখন মাত্র ৯ বছর বয়স। আর উমাদির ১৪ বছর। আমি তো শুটিংয়ের কিছুই বুঝতাম না। একসঙ্গে দু'জনে শুটিং করছি। গড়িয়ার বোড়ালে শুটিং। ট্রেন দেখতে যাওয়ার দৃশ্যের শুটিং হয়েছিল শক্তিগড়ের কাছে পালসিটে। আমাকে শুরু থেকে আগলে রাখতেন দিদি। একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া, খুনসুটি করতাম। আনন্দ করতাম। একেবারেই যেন ভাই-বোন। ছবির মতোই শুটিং ফ্লোরেও তিনি যেন আক্ষরিক অর্থেই আমার দিদির মতো হয়ে উঠেছিলেন।'

সুবীর বলেছেন, 'তার পর আমাদেরও বয়স বেড়েছে। বিভিন্ন সময়ে একাধিক অনুষ্ঠানে একসঙ্গে গিয়েছি। মানুষ যে আমাদের এখনও মনে রেখেছেন, সেটা খুব ভাল লাগে। দিদির সঙ্গে শেষের দিকে আমার খুব বেশি দেখা হয়নি। সত্যজিৎ রায়ের জন্মশতবর্ষে 'পথের পাঁচালী'র সঙ্গে যুক্ত সকলকে নন্দনে সংবর্ধনা দেওয়া হল। ভেবেছিলাম, দিদির সঙ্গে দেখা হবে। কিন্তু দেখলাম, তিনি আসতে পারলেন না। জানতে পারলাম, শরীর খুবই খারাপ। আর্থ্রাইটিসে ভুগছেন। তার পর আর সেই ভাবে দেখা হয়নি।'

শেষে সুবীর বলেছেন, 'স্মৃতি অনেক সময়েই দুঃখের এবং বেদনার হতে পারে। এ বারে সেটাই হল। একে একে 'পথের পাঁচালী'র সকলেই চলে যাচ্ছেন। একদিন আমিও চলে যাব। দিদির প্রতি আমার শ্রদ্ধা। আরও কিছু দিন তিনি থাকলে ভাল হত। হয়তো আরও এক বার আমাদের দেখা হত। সেই সুযোগটা আর পেলাম না।'

কামিন্সদের ক্লাস নিলেন যশস্বী-রাহুল,
অবিচ্ছিন্ন জুটিতে বিশাল লিড

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ভারতীয় দল অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার আগে এমন পরিস্থিতি কেউ ভেবেছিল? ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের কাছে তিন ম্যাচের সিরিজে ক্লিনসুইপ। ঘরের মাঠে চূড়ান্ত লজ্জা। সুপারস্টারদের পারফরম্যান্স হতাশাজনক। নিজেদের মধ্যে প্রস্তুতি ম্যাচেও ইতিবাচক কোনও প্রাপ্তি ছিল না। তার উপর প্রথম টেস্টে নেই রোহিত শর্মা, শুভমন গিল। প্রথম ইনিংসে ১৫০ রানে অলআউট। এত কিছুর পরও পারথ টেস্টে চালকের আসনে ভারত। বরং দ্বিতীয় দিনের শেষেই যেন বলা যায়, জয়ের গন্ধ আসছে। ক্যাপ্টেন বুমরা বোলিং এবং নেতৃত্বে যেমন নজর কেড়েছেন, দ্বিতীয় ইনিংসে ঘুরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত ব্যাটিং বিভাগেরও।

প্রথম ইনিংসে ১৫০ রানে অলআউট হওয়ার পর প্রয়োজন ছিল অস্ট্রেলিয়াকে অন্তত ২৫০-র মধ্যে আটকে রাখা। তবে ভারতীয় বোলাররা অন্য স্বপ্ন দেখেছিলেন। জসপ্রীত বুমরার বিধ্বংসী বোলিং, অভিষেক ম্যাচে নামা হর্ষিত রানা এবং তুলনামূলক অভিজ্ঞ মহম্মদ সিরাজের অবদান। অস্ট্রেলিয়াকে মাত্র ১০৪ রানেই অলআউট করে ভারত। প্রথম ইনিংসে ৪৬ রানের লিড। দ্বিতীয় ইনিংসে একটু ধৈর্য দেখাতে পারলে...।

যেমন ভাবনা, তেমনই কাজ। ভারতীয় দল যেমন জ্যাজ□বল খেলতে পারে, তেমনই ধ্রুপদী টেস্ট ইনিংসও। সেটাই করে দেখালেন দুই ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল ও লোকেশ রাহুল। ১৯৩ বলে ৯০ রানে অপরাজিত যশস্বী। তৃতীয় দিনের খেলা শুরু করবেন সেঞ্চুরির স্বপ্ন নিয়ে। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে প্রথম টেস্ট খেলছেন। প্রথম ইনিংসের হতাশা দূরে শুরু নতুন উদ্দমে খেলছেন। অন্যদিকে, অভিজ্ঞ সঙ্গী লোকেশ রাহুলও ধৈর্যের পরীক্ষায় একশোয় একশো। প্রথম ইনিংসে টেকনোলজির কাছে হার মানতে হয়েছিল। দ্বিতীয় ইনিংসে কেরিয়ারের ১৬তম হাফসেঞ্চুরি পার। ৬২ রানে ক্রিজে রয়েছেন। সব কিছু ঠিক থাকলে তাঁর নবম এবং দেশের বাইরে অষ্টম সেঞ্চুরিও হয়ে যেতে পারে।

দ্বিতীয় ইনিংসে ১৭২ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটি। দ্বিতীয় দিন কামিন্সদের রীতিমতো ক্লাস নিলেন যশস্বী-রাহুল। স্টার্ক, হ্যাজলউড, কামিন্স, লিয়ঁর মতো স্পেশালিস্ট বোলাররা ছিলেন। সঙ্গে অলরাউন্ডার মিচেল মার্শকেও ব্যবহার করা হল। এতেই শেষ নয়, পার্টটাইম বোলার মার্নাস লাবুশেন ও ট্রাভিস হেডও হাত ঘোরান। জুটি ভাঙতে পারেননি। সব মিলিয়ে ২১৮ রানে এগিয়ে ভারত। তৃতীয় দিন আর একশোটা রান যোগ করতে পারলেই যেন ম্যাচ পকেটে। পূর্বাভাস বলছে, পিচ ইতিমধ্যেই ভাঙতে শুরু করেছে। চতুর্থ ইনিংসে ব্যাটিং একেবারেই সহজ হবে না। আর বুমরা যে ছন্দে রয়েছেন, তাতে ৩০০-৩৫০ রান তাড়া করা, অস্ট্রেলিয়ার জন্যও মিরাকল প্রয়োজন।

লোকেশ রাহুলকে আয়না দেখতে বললেন সৌরভ!

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : চোট সারিয়ে ফেরার পর মিডল অর্ডারে সুযোগ পেয়েও জায়গা হারিয়েছেন লোকেশ রাহুল। তার মাঝে আইপিএলে তাকে ধরে রাখেনি লখনৌ সুপার জায়ান্টস। অধিনায়ককেই ছেড়ে দিয়েছে তারা। এই পরিস্থিতিতে রাহুলের কাছে আবার একটা সুযোগ এসেছে। রোহিত শর্মা না খেলায় পার্থে ওপেন করতে নামবেন তিনি। তার আগে রাহুলকে আয়নায় নিজের মুখ দেখার পরামর্শ দিয়েছেন সৌরভ গাঙ্গুলি। কেন এমন বললেন তিনি?

সৌরভের মতে, চাপ কাটিয়ে ওঠার একমাত্র উপায় পরিশ্রম ও আত্মবিশ্বাস। আর সেই আত্মবিশ্বাসের জন্য আয়নার মুখোমুখি হতে হবে রাহুলকে। তিনি বলেন, "আত্মবিশ্বাসটাই আসল। ওর উচিত নিজের সঙ্গে কথা বলা। খেলায় উত্থান-পতন হতেই পারে। আত্মবিশ্বাসও বাড়ে-কমে। নেটে কঠোর পরিশ্রম করে তা ফিরিয়ে আনতে হবে। আয়নায় নিজের মুখ দেখতে হবে। বোঝাতে হবে তুমি পারবে। তবেই আত্মবিশ্বাস ফিরবে।"

লখনৌ সুপার জায়ান্টস থেকে বাদ পড়লেও এবারের আইপিএলে রাহুল দল পাবেন বলেই বিশ্বাস সৌরভের। তিনি বলেন, "রাহুলকে লখনৌ ছেড়ে দিয়েছে। এতে ওর চাপ আরও বেড়েছে। আমি জানি না, নিলামে লখনৌ ওকে আবার নেবে কি না। তবে রাহুল দল নিশ্চয় পাবে।"

একটা সময় ভারতের হয়ে তিনটি ফরম্যাটেই নিয়মিত ছিলেন রাহুল। কিন্তু টি-টোয়েন্টিতে আর সুযোগ পান না তিনি। রাহুলের সমস্যা তার স্ট্রাইক রেট। আইপিএলেও তিনি লম্বা ইনিংস খেলেন। কিন্তু বল বেশি নেন। ছোট ফরম্যাটে সফল হতে গেলে রাহুলকে খেলার ধরন বদলাতে হবে বলেই মনে করেন সৌরভ। তিনি বলেন, "ভারত দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়ে কী করল সকলেই দেখেছি। টি-টোয়েন্টি বদলে গিয়েছে। একই রকমভাবে খেললে চলবে না। রাহুলের উচিত নিজেকে সেটা বোঝানো। কেউ ওকে সাহায্য করতে পারবে না। ওর নিজের লড়াই নিজেকেই লড়তে হবে। মন থেকে বিশ্বাস করতে হবে। তবেই ও ফিরতে পারবে।"

চোট সারিয়ে ফেরার পর মিডল অর্ডারে খেলছিলেন রাহুল। কিন্তু নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের পর বাদ পড়েন তিনি। খেলানো হয় সরফরাজ খানকে। রোহিত না খেললে বা শুভমন চোট না পেলে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে রাহুলের সুযোগ হত কি না তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। তবে সুযোগ পেয়েছেন তিনি। এখন দেখার রাহুল এই সুযোগ কাজে লাগাতে পারেন কি না।

পর্তুগালকে রুখে দিয়ে
কোয়ার্টার ফাইনালে ক্রোয়েশিয়া

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : শিরোপা লড়াইয়ে জায়গা পেতে প্রয়োজন একটি পয়েন্টের, প্রথমার্ধে গোল হজম করে ক্রোয়েশিয়ার সেই সম্ভাবনা পড়ে যায় হুমকির মুখে। সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে, দ্বিতীয়ার্ধে দারুণ ফুটবল খেলে লক্ষ্য পূরণ করল তারা। পর্তুগালের সঙ্গে ড্র করে উয়েফা নেশন্স লিগের কোয়ার্টার-ফাইনালে উঠল জ্লাতকো দালিচের দল।

ঘরের মাঠে সোমবার রাতে গ্রুপ পর্বে শেষ রাউন্ডের ম্যাচটি ১-১ গোলে ড্র করে ক্রোয়েশিয়া। জোয়াও ফেলিক্সের গোলে পিছিয়ে পড়ার পর সমতা টানেন ইয়োশকো ভার্দিওল।

ছয় ম্যাচে দুটি করে জয় ও ড্রয়ে ৮ পয়েন্ট নিয়ে 'এ' লিগের ১ নম্বর গ্রুপের রানার্সআপ হলো ক্রোয়েশিয়া। চার জয় ও দুই ড্রয়ে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ সেরা পর্তুগাল।

ক্রোয়েশিয়ার এই ড্রয়ে, একই সময়ে শুরু আরেক ম্যাচে পোল্যান্ডকে ২-১ গোলে হারিয়েও শেষ আটে ওঠা হলো না স্কটল্যান্ডের। টানা দুই জয়ের পরও তাই এখন রেলিগেশন প্লে অফ খেলবে দলটি, ৭ পয়েন্ট নিয়ে তিনে আছে তারা। আর ৪ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপের তলানিতে থেকে 'বি' লিগে নেমে গেল পোল্যান্ড।

তিন গোল, ক্লিনশিট;
হোম ম্যাচে বড় জয়ে শীর্ষে মোহনবাগান

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ইন্ডিয়ান সুপার লিগে জয়ের হ্যাটট্রিকের পর একটা ড্র। দীর্ঘ বিরতির আগে সেই ড্র যেন অনেক বড় বার্তা দিয়েছিল মোহনবাগান শিবিরে। কোথাও ছন্দে ভুল হচ্ছে না তো! ওড়িশার বিরুদ্ধে সেই ম্যাচের আগে মোহনবাগান কোচ মোলিনা জানিয়েছিলেন, তিন পয়েন্ট নিয়ে ছুটি কাটাতে চান। সেই ম্যাচে তিন পয়েন্ট না এলেও মাঝের সময়টাতে ভাবার সময় পেয়েছেন। আন্তর্জাতিক ফুটবলের বিরতি ছিল। মোহনবাগানের বেশ কয়েকজন জাতীয় দলে ছিলেন। বাকিদের নিয়ে পরিকল্পনা তৈরি রাখছিলেন। জাতীয় দলের প্লেয়াররা যোগ দিতেই পরিকল্পনা আরও ভালো করে গড়া হয়। যার ফল, জয়ে ফেরা। বেঙ্গালুরু এফসির সঙ্গে গোল পার্থক্যে পয়েন্ট টেবলে শীর্ষস্থানেও উঠল মোহনবাগান।

ঘরের মাঠে জামশেদপুর এফসির বিরুদ্ধে ক্লিনশিট। ৩-০ ব্যবধানে জয়। সবচেয়ে বড় স্বস্তি টম অ্যালড্রেড ও লিস্টন কোলাসোর গোল। ম্যাচের ১৫ মিনিটে মোহনবাগানকে এগিয়ে দেন টম। দিমি পেত্রাতোসের কর্নার থেকে বল পান দীপক টাঙরি। তাঁর শট ডিফেন্সের জঙ্গল থেকে আলবার্তোর হেড। বল শূন্যে থাকা অবস্থায় টম আলড্রেডের শট। ভলিতে গোল অ্যালড্রেডের। আইএসএলে তাঁর প্রথম। তেমনই প্রথমার্ধের অ্যাডেড টাইমে লিড ২-০ করেন লিস্টন কোলাসো। এ মরসুমে দুর্দান্ত খেললেও গোল পাচ্ছিলেন না। ২৮ শটের পর অবশেষে এ মরসুমে স্বস্তির প্রথম গোল। প্রতিপক্ষ ডিফেন্সে একাধিক প্লেয়ারকে কাটিয়ে গোল লিস্টনের।

২০৩০ বিশ্বকাপেও খেলবেন হ্যারি কেইন!

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : হ্যারি কেইনের বয়স এখন ৩১ বছর। শীর্ষ পর্যায়ের ফুটবলে তার ক্যারিয়ার আরও কয়েক বছর চালিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ২০২৬ বিশ্বকাপকে নিজের শেষ আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট হিসেবে দেখতে চান না তিনি। এমনকি ২০৩০ বিশ্বকাপে খেলার সম্ভাবনাও একদম নাকচ করেননি ইংল্যান্ডের সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতা।

এ পর্যন্ত ইংল্যান্ডের জাতীয় দলের হয়ে ১০৩ ম্যাচে ৬৯টি গোল করেছেন কেইন। রবিবার রিপাবলিক অব আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ৫-০ ব্যবধানে জয়লাভের সময় দলের প্রথম গোলটি করেন তিনি। এর আগে বৃহস্পতিবার গ্রিসের বিপক্ষে ৩-০ গোলে জয়ের ম্যাচে তাকে বেঞ্চে রেখেছিলেন ইংল্যান্ডের অন্তর্বর্তীকালীন কোচ লি কার্সলি, এবং ২০২৪ ইউরোতে তার পারফরম্যান্স নিয়ে কিছু সমালোচনা হয়েছিল।

বায়ার্ন মিউনিখের এই তারকা লন্ডনে সোমবার নিজের একটি ভাস্কর্য উন্মোচন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ২০২৬ বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের জার্সিতে এটি কি তার শেষ আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট হবে, এমন প্রশ্নে কেইন জানান, 'আমি তেমনটা মনে করি না।' তিনি আরও বলেন, '৩০ বছর বয়সে পা দেওয়ার পর অনেকেই ভাবেন, ক্যারিয়ার শেষ হতে যাচ্ছে, কিন্তু আমি অনুভব করি যে আমি এখনও সেরা পারফর্ম করছি এবং ভালো অনুভব করছি। আমি ভবিষ্যতের দিকে খুব বেশি তাকাতে পছন্দ করি না, কিন্তু কখনোই তা করি না। (২০২৬) বিশ্বকাপ আমার জন্য রোমাঞ্চকর হবে।'

সমর্থকদের ব্রাজিলের পাশে
চাইলেন মার্কিনিয়োস

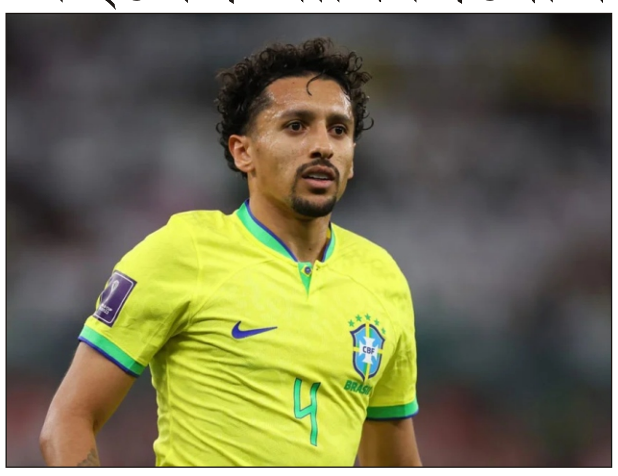

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ব্রাজিলের সোনালী সময় এখন যেন কেবলই অতীত। মাঠের ফুটবলে যেমন ধার কমেছে, তেমনি ফুটবলারদের মধ্যে বোঝাপড়ায়ও ঘাটতি দেখা যায়। পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের এখন বিশ্বকাপে কোয়ালিফাই করতেও বেগ পেতে হয়। দলের এমন খারাপ সময়ে সমর্থকদের দলের পাশে চেয়েছেন মার্কিনিয়োস।

২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে ব্রাজিলের পারফরম্যান্স আশানুরূপ নয়। একটা পর্যায়ে জয়শূন্য ছিল টানা তিন ম্যাচে, এর তিনটিতে পেয়েছিল হারের তেতো স্বাদ। পয়েন্ট তালিকায় নেমে গিয়েছিল বেশ নিচে। আপাতত অতোটা বাজে অবস্থায় নেই তারা। ৫ জয়, ৪ হার ও দুই ড্রয়ে ১৭ পয়েন্ট নিয়ে আছে চতুর্থ স্থানে।

অক্টোবরের বাছাই পর্বের দুটি ম্যাচই জিতে স্বরূপে ফেরার আভাস দিয়েছিল ব্রাজিল। কিন্তু চলতি মাসের প্রথম ম্যাচেই ধাক্কা খায় তারা। ভেনেজুয়েলার সঙ্গে পয়েন্ট ভাগাভাগি করে তারা। জয়ের সুযোগ অবশ্য ছিল তাদের, কিন্তু পেনাল্টি মিস করেন রিয়াল মাদ্রিদ তারকা ভিনিসিয়ুস জুনিয়র।

আগামী বুধবার উরুগুয়ের মুখোমুখি হবে ব্রাজিল। আসছে ম্যাচকে সামনে রেখে দলকে হতাশ না হতে বললেন মার্কিনিয়োস। পিএসজির অভিজ্ঞ এই ডিফেন্ডারের মতে, ফল নিজেদের পক্ষে না এলেও সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে দল।

তিনি বলেন, 'যদিও অনেক কারণে জাতীয় দলের প্রতি মানুষের আশা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, তারপরও আমরা চাই তারা যেন দলের প্রতি তাদের আবেগ হারিয়ে না ফেলে।'

'আমরা এখনও অনেক কিছুতে ভুল করব। কারণ খেলোয়াড় ও দলে নানা পরিবর্তনের কারণে এই পালাবদল আমাদের কাছে এখনও একেবারেই নতুন। তবে আমাদের ভুলের পরিমাণ কম হলে, এটা আমাদের খুশি করে।'

আর্জেন্টিনা স্কোয়াডে ৬ ইনজুরি,
দুশ্চিন্তায় স্কালোনি

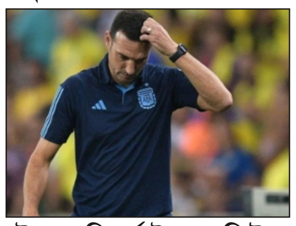

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচে বুধবার সকাল ৬টায় পেরুর বিপক্ষে মাঠে নামবে আর্জেন্টিনা। সেই ম্যাচে মাঠে নামার আগে কোচ লিওনেল স্কালোনির কপালে চিন্তার ভাজ। দলের মোট ছয় গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার চোটে পড়েছেন, যে কারণে দল সাজাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে স্কালোনিকে।

যে ছয়জন ইনজুরিতে পড়েছেন তারা হলেন- ক্রিশ্চিয়ান রোমেরো, নাহুয়েল মলিনা, নিকোলাস টালিয়াফিকো, লিসান্দ্রো মার্টিনেজ, জের্মান পেৎজেল্লা, নিকোলাস গঞ্জালেস।

বছরের শেষ সূচিতে দলে ডাক পাওয়া খেলোয়াড়দের মাঝে সবার আগে ইনজুরিতে পড়েন জের্মান পেৎজেল্লা। এরপর থেকেই শুরু। মাঝে ফাকুন্দো মেদিনাকে ডেকে নিলেও এবার হয়ত নতুন খেলোয়াড় ডাকার অবস্থাতেই নেই কোচ স্কালোনি। স্কোয়াডে মোট ছয় তারকা এখন আছেন ইনজুরির কবলে। পেরুর বিপক্ষে শেষ অনুশীলনের পর আর্জেন্টিনা স্কোয়াডে মোট ছয় তারকার ইনজুরির কথা নিশ্চিত করেছে আর্জেন্টিনার গণমাধ্যম। যাদের মধ্যে তিনজন পুরোপুরি স্কোয়াডের বাইরে। নিজেদের শেষ ম্যাচে লিওনেল মেসির দলটি ২-১ গোলে হেরেছিল। ফলে পেরু ম্যাচটি তাদের জন্য ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই। স্বাভাবিকভাবে যদিও তারাই ম্যাচটিতে ফেবারিট হিসেবে নামবে। আগামী বুধবার ভোর ৬টায় মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা-পেরু। চোটের কারণে সেই ম্যাচ থেকে ছিটকে গেছেন দুই আর্জেন্টাইন ডিফেন্ডার নাহুয়েল মোলিনা ও ক্রিস্টিয়ান রোমেরো।

প্যারাগুয়ে ম্যাচে রাইটব্যাক হিসেবে খেলেছেন মোলিনা, তার অনুপস্থিতিতে পেরু ম্যাচে সেই পজিশনে দেখা যেতে পারে গঞ্জালো মন্টিয়েলকে। গত ম্যাচে এই ডিফেন্ডার খেলেছেন বদলি হিসেবে নেমে। ডান পায়ের আঙুলে চোট পাওয়া রোমেরোর জায়গায় আর্জেন্টাইন একাদশে ঢুকতে পারেন লিওনার্দো বালের্দি। এ ছাড়া নিকোলাস তালিয়াফিকোর বিকল্প হিসেবেও স্কোয়াডে আছেন ফাকুন্দো মেদিনা। শেষ ম্যাচে তালিয়াফিকোও কাঁধে হালকা চোট পেয়েছিলেন।

শেষ ম্যাচে হারের পরও বিশ্বকাপ বাছাইয়ের লাতিন অঞ্চলে ১১ ম্যাচে ২২ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষেই আছে আর্জেন্টিনা। সমান ম্যাচে ১৯ পয়েন্ট নিয়ে কলম্বিয়া, ১৯ পয়েন্ট উরুগুয়ের এবং ১৭ পয়েন্ট নিয়ে যথাক্রমে অবস্থান ব্রাজিলের।

ক্রিশ্চিয়ান রোমেরো: ডানপায়ের বুড়ো আঙুলে আঘাতের কারণে দলের বাইরে। নাহুয়েল মলিনা: ডান পায়ের উরুর মাংশপেশিতে অস্বস্তি নিকোলাস টালিয়াফিকো: প্যারাগুয়ে ম্যাচে কাঁধে আঘাত। লিসান্দ্রো মার্টিনেজ: লেস্টার সিটির বিপক্ষে ম্যাচে ইনজুরি। জের্মান পেৎজেল্লা: মাংসপেশির অসুস্থতায় দলের বাইরে। নিকোলাস গঞ্জালেস: ডান পায়ের হাড়ে ইনজুরি।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR